১ ভাষা ও ব্যাকরণ

অতীতকালে মানুষ কথা বলতে পারত না। আকারে ইঙ্গিতে, পাথরের গায়ে ছবি এঁকে ও মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করত। মুখের এই আওয়াজ

গুলোকেই বলা হয় **ধ্বনি**। আর ধ্বনিগুলোকে পরপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে সৃষ্টি হল **ভাষা**। তাহলে এককথায় বলা যায়—

> **আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে সব কথা বলি বা লিখি তাকে বলে ভাষা।**

যেমন—'মা, আমায় ভাত দাও।'—এই কথাটি দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করছি। তাই এটি ভাষা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করেন। প্রত্যেক জাতিরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে। আমরা পশ্চিমবাংলায় বাস করি। আমাদের মাতৃভাষা **বাংলা**।

প্রশ্ন ও উত্তরে শেখো

❑ **ধ্বনি কাকে বলে?**

উঃ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মুখ থেকে যে আওয়াজ বের হয় তাকে ধ্বনি বলে।

Scanned with CamScanner

❑ ভাষা কাকে বলে?

উঃ আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে সব কথা বলি বা লিখি তাকে বলে ভাষা।

❑ মাতৃভাষা কাকে বলে?

উঃ জন্মের পর শিশু মায়ের মুখ থেকে শুনে যে ভাষা শেখে তাই তার মাতৃভাষা।

❑ আমাদের মাতৃভাষা কী?

উঃ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।

❑ ব্যাকরণ কাকে বলে?

উঃ যে বই পড়লে ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে ও লিখতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

❑ ভাষা সাধারণত কয় প্রকার ও কী কী?

উঃ ভাষা সাধারণত দুই প্রকার। যথা—(১) কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা ও (২) লেখ্য ভাষা বা সাধুভাষা।

❑ কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা কাকে বলে?

উঃ আমরা সাধারণত যে ভাষায় কথা বলি তাকে বলে কথ্য বা চলিত ভাষা।

❑ লেখ্য ভাষা বা সাধুভাষা কাকে বলে?

উঃ আগেকার দিনে যে ভাষায় লেখার কাজ হত, তাকে বলা হয় লেখ্য ভাষা বা সাধুভাষা।

পাঠ অনুশীলন

❑ ১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

(ক) ধ্বনি কী? (খ) ভাষা কাকে বলে? (গ) ভাষা কয় প্রকার ও কী কী? (ঘ) মাতৃভাষা কাকে বলে?

❑ ২। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ ..... সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত।

(খ) মনের ভাব প্রকাশের জন্য অর্থপূর্ণ কথা বা শব্দ হল .....।

(গ) বাঙালীরা ..... কথা বলে।

(ঘ) ..... বই পড়লে ভাষা শুদ্ধভাবে বলা ও লেখা যায়।

(ঙ) ভাষা দু'প্রকার; ..... ও সাধুভাষা।

Scanned with CamScanner